দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...20 DE.. 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৮ ছাত্র বহিষ্কার, ২ জনের ভর্তি বাতিল, ৪ জনের সিট বাতিল

অঞ্জন কুমার সেন, চট্টগ্রাম ব্যুরো থেকে ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ জন ছাত্রকে শৃংখলা ভঙ্গের কারণে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেয়া হয়েছে।

ভার্সিটির ভর্তি কার্যক্রমে বাধাদান, হল প্রভোস্টকে হত্যার হুমকি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছাত্রদের আঘাত, ছাত্র–শিক্ষক–কর্মচারীদের লাঞ্ছিত করা, ভর্তি ও হল বরাদ্দকালে ভুল তথ্য প্রদান এবং আইন অনুষদের চেয়ারম্যান কক্ষে বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাঙচুর করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অভিযুক্ত ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র শিবিরের মধ্যসারির ৫ জন ও ছাত্রলীগের ৫ জন ছাত্র নেতা রয়েছে।

গত শুক্রবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ১২ ঘন্টা স্থায়ী বৈঠকে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষসহ দু'শতাধিক অপরাধের ঘটনার ব্যাপারে তৎকালীন প্রশাসন কোন বিচার না করায় ভার্সিটির একাডেমিক পরিবেশ

চট্টগ্রাম ঃ পৃঃ ৭ কঃ ২

চট্টগ্রাম ঃ বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মারাত্মক বিঘ্নিত হতে থাকে। বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও উপ–উপাচার্য ডক্টর আবু ইউসুফ আলম দায়িত্ব গ্রহণের পর চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে একাডেমিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় এ বছর ক্যাম্পাসে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধজনক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারি কমিটি অভিযুক্ত ১৮ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের প্রাথমিক তদন্তশেষে রিপোর্ট তৈরি করেন এবং আনীত অভিযোগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের বক্তব্য গ্রহণ করেন। গত ৩রা ডিসেম্বর তাদের বিভিন্ন শাস্তিদানের সুপারিশ সহকারে ডিসিপ্লিনারি কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়। শুক্রবার সিন্ডিকেটের বৈঠকে এই সুপারিশ অনুমোদন ও কার্যকর করা হয়। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে ৮ জন ছাত্রকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার, ৪ আবাসিক ছাত্রের সিট বাতিল ও ২ ছাত্রের ভর্তি বাতিল করা হয়েছে। ৬ জন ছাত্রকে লঘু সাজা হিসেবে ২শ' টাকা করে অর্থদন্ড দেয়া হয়।

এক বছরের জন্য বহিষ্কৃত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছে ঃ ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মিয়া মোহাম্মদ তওফিক (ছাত্র শিবির), আইন বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র কবির হোসাইন (ছাত্র শিবির), ইংরেজি বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র রেজাউল হাসান নগেন (ছাত্রলীগ), অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মাহবুবে এলাহী (ছাত্রলীগ), রাজনীতি বিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র জহিরুল আহসান সুমন (ছাত্রলীগ), ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আশরা[illegible] শাহাদাত চৌধুরী (ছাত্রলীগ), [illegible]তি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আসিফ আহমদ (ছাত্র শিবির) ও রাজনীতি বিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম বাহার (ছাত্রলীগ)। মিয়া মোহাম্মদ তওফিককে ৫ই মে আইন অনুষদের ডিন অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাঙচুর ও ভর্তি কার্যক্রমে বাধাদান এবং কবির হোসাইনকে গত ১লা মে শাহ আমানত হলের প্রভোস্টকে হত্যার প্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। মাহবুবে এলাহী, রেজাউল হাসান নগেন, জহিরুল আহসান ও আশরাফ সাহাদাত চৌধুরীর বিরুদ্ধে গত ১৮ই আগষ্ট অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ও ছাত্রলীগ নেতা কৃষ্ণ গোপাল পালকে দা–বটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়। আসিফ আহমেদের বিরুদ্ধে গত ৩০শে জুলাই শাটল ট্রেনে ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সৈয়দ মাহবুবুর রহমানের উপর হামলা এবং মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম বাহারের বিরুদ্ধে গত ৯ই সেপ্টেম্বর হল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও আবদুর রব হলে অবৈধ প্রবেশ ও হল কর্মচারীদের অপদস্থ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

যে দু'জন ছাত্রের ভর্তি বাতিল করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে, এমবিএ মার্কেটিংয়ের ছাত্র শাহ জামাল সিকদার ও প্রথম বর্ষ সমাজতত্ত্বের ছাত্র মোহাম্মদ ইসমাইল ভুঁইয়া। দু'জনেই ছাত্র শিবিরের সমর্থক। শাহ জামাল সিকদারকে দুই ডিপার্টমেন্টে ভর্তির কারণে এবং মোহাম্মদ ইসমাইল ভুঁইয়াকে অন্যজনের হয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কারণে অভিযুক্ত করা হয়েছে। যে ৪ জন আবাসিক ছাত্রের সিট বাতিল করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে ঃ মিয়া মোহাম্মদ তওফিক (ইংরেজি ৩য় বর্ষ), কবির হোসাইন (এল,এল,এম), মোহাম্মদ নুরুল হক (আরবী তৃতীয় বর্ষ) ও আবু সাঈদ (রাজনীতি বিজ্ঞান তৃতীয় বর্ষ); অর্থদন্ডে দন্ডিত ৬ ছাত্রের মধ্যে রয়েছে ঃ কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন (২য় বর্ষ, পরিসংখ্যান), আকসিরুল হক ভুঁইয়া (২য় বর্ষ, পরিসংখ্যান), মোহাম্মদ নুরুন্নবী (১ম বর্ষ, হিসাব বিজ্ঞান), মোয়াজ্জেম হোসেন কাওসার (২য় বর্ষ, ব্যবস্থাপনা), আশরাফুল ইসলাম সরকার (১ম বর্ষ, রাজনীতি বিজ্ঞান) ও নজরুল ইসলাম (দ্বিতীয় বর্ষ, রাজনীতি বিজ্ঞান)। ৬ জনকেই ২শ' টাকা করে অর্থদন্ডে দন্ডিত করার পাশাপাশি চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়।